নীলদর্পণ নাটকের ঐতিহাসিক গুরুত্ব পর্যালোচনা

অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে বাংলাদেশে রঞ্জক দ্রব্য হিসাবে নীলচাষের প্রবর্তন হয়। নীলকুঠির ইংরেজ কুঠিয়ালরা মুনাফার লোভে প্রথমে চাষীদের নানা প্রলোভন দেখিয়ে পরে ছলেবলে কৌশলে বা বলপ্রয়োগে নীল চাষে বাধ্য করত। মাত্রাতিরিক্ত অর্থসামর্থ্যে বেপরোয়া মনোভাব নিয়ে পাইক বরকন্দাজ, লাঠিয়াল নিয়োগ করে কুঠিগুলিকে দুর্গে পরিণত করেছিল। দীনবন্ধুর ডাকবিভাগের পরিদর্শক হিসাবে বাংলাদেশের জেলাগুলির সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগ ছিল। নীলচাষীদের সীমাহীন দুরবস্থা দেখে তিনি আন্তরিক বেদনা অনুভব করেন। ইতিমধ্যে দেশের সংবাদ-সাময়িক পত্রিকায় ইতঃস্তত প্রতিবাদ ধ্বনিত হতে থাকে। দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' এই প্রেক্ষাপটে রচিত। নীল-দর্পণ সমকালীন ঘটনাবলীর জীবন্ত চিত্র কিন্তু ঐতিহাসিক নাটক নয়। ইতিহাসের কোন বিশেষ পাত্রপাত্রী এ নাটকের নায়ক বা নায়িকা নয়। কাহিনীর একটি বাস্তব ভিত্তি আছে, পূর্বাপর কাল্পনিক নয়। দীনবন্ধু সংবাদপত্রে প্রকাশিত নদীয়ার গুয়াতোলির মিত্র পরিবারের দুর্দশাকাহিনী অবলম্বনে তাঁর নাটক রচনা করেন। এর মধ্য দিয়ে তিনি প্রজাকুলের অর্থনৈতিক শোষণ-পীড়নের রূপটি তুলে ধরতে প্রয়াসী হয়েছেন। এদিক থেকে নাটকটি সমকালীন সমাজজীবনের দলিলরূপে গৃহীত হতে পারে। একদা আমেরিকার কালা মানুষদের দাসত্বমোচনের অভিপ্রায়ে 'টমকাকার কুটি'র রচিত হয়েছিল, নীল-দর্পণ দাদন গ্রহণে অনিচ্ছুক মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র রায়তদের পক্ষে দাঁড়িয়েছিল। 'নীল-দর্পণ' কুঠিয়ালদের অত্যাচারের স্বরূপ তুলে ধরে অত্যাচার পীড়িত বাঙালির সমাজজীবনের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর নাটক শান্তিপূর্ণ অথচ জনগণের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলবার প্রেরণা জুগিয়েছে। নীল-দর্পণ অভিনয়ের সাফল্যে দেশবাসী সকল ঘটনার প্রত্যক্ষ পরিচয় পেয়ে সমগ্র দেশকে বিক্ষুব্ধ করে তুলেছিল। রেভারেণ্ড লঙ্ প্রকাশিত নীল-দর্পণের ইংরেজি অনুবাদ, নীল আন্দোলনকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তুলে ধরেছে। এখানেই নাট্যকার ও নাটকের ঐতিহাসিক গুরুত্ব।